যুগান্তর

তারিখ 22 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

বেসরকারি ৫১ বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করছে ইউজিসি

মুসতাক আহমদ

আরও ৫৩টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে সরকার। অপরদিকে বর্তমানে চলমান ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে গণহারে শোকজ করা হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অমান্যের দায়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হবে। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এক সভায় এছাড়াও ভবিষ্যতে ঢাকা শহরে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে অবৈধ ঘোষিত ৫৬টি বেসরকারি ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বন্ধ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সোমবার ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, কালো তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপ হচ্ছে এগুলো বন্ধ করা। এজন্য আইনি লড়াইয়ে নামতে হতে পারে বলে তিনি জানান। শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে রোববার বিকাল ৫টার দিকে মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ছাড়াও ইউজিসির প্রতিনিধি ছিলেন।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ ও ১৯৯৮ (সংশোধিত) লংঘনের দায়ে বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চলমান ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে ইউজিসিকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বৈঠকের একজন সদস্য জানান, ৫ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও আইনটির এ ধারা মানতে পারেনি। ১৫ বছরের ওপর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া বাড়িতেই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ওই সূত্র জানায়, ইউজিসি দু'একদিনের মধ্যে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ধরে ধরে তাদের ব্যাপারে আইন অমান্যের বিষয়টির জবাব চাওয়া হবে। ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমানের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, সরকার ইউজিসিকে দায়িত্ব দিয়েছে। প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

অবৈধ ঘোষিত ৫৬ বেসরকারি ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বন্ধে সরকার বদ্ধপরিকর

সূত্র জানায়, মোট ৫৬টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জমা পড়ে মন্ত্রণালয়ে। সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ইতিবাচক অবস্থানে নেই। আবেদনে দুর্বলতা, স্পেশালাইজেশন (বিশেষত্ব বিশ্ববিদ্যালয়), অবস্থানগত (ঢাকা শহরে) সমস্যাসহ নানাবিধ কারণে ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন নাকচ করে দেয় কমিটি। ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ তিনটি হচ্ছে— বাগেরহাটের খানজাহান আলী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটে জালালাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরাঞ্চলে শোকজ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

শোকজ : ইউজিসি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বগুড়া- দিনাজপুর কলেজ সার্ভিস ইউনিভার্সিটি। জানা গেছে, এগুলো সম্পর্কে ৩১ মে'র মধ্যে রিপোর্ট করার জন্য ইউজিসিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এদিকে ইতিমধ্যে অবৈধ ঘোষিত ৫৬টি বেসরকারি ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বন্ধ করে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

সোমবার ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এ ব্যাপারে বলেন, ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগের কথা সরকার ও ইউজিসি অবগত। এটা ঠিক যে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখায় সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে। এ কারণে এ বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। তবে অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, নতুন ফর্মুলায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল নিয়েছে অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ঢাকায় কোচিং করানোর ধুয়া তুলছে। যদি তাই হয়, তবে সরকারি আইনে কোচিংও বৈধ নয়। আর কোচিংয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ কি সম্ভব? ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মামলা করেছে। বিখ্যাত এক আইনজীবীর ফার্ম থেকে শোকজ এসেছে। ইউজিসি অবৈধ শিক্ষা বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এবার শুরু হবে এই বাণিজ্য বন্ধে আইনি লড়াই। সে লড়াইয়ে দেশবাসী এবং মিডিয়াকে সঙ্গী করা হবে। কেননা, জাতিকে নিঃশেষ করার চক্রান্ত কিছুতেই সফল হতে দেয়া হবে না।